



# WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PURTA BHAVAN (2<sup>ND</sup> FLOOR)  
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,  
KOLKATA-700 091

PHONE: 2337-2655, FAX: 2337-9633

E-mail: [wbhrc8@bsnl.in](mailto:wbhrc8@bsnl.in)

Ref. No. 116/WBHRC/COM/88/2014-15

Date: 19.5.15

From : Shri Nirmal Chandra Sarkar,  
Assistant Secretary.

To : The Commissioner of Police,  
Kolkata,  
18, Lalbazar Street,  
Kolkata - 700 001.

Sub : News item dated 18.05.15 published in "Protidin"

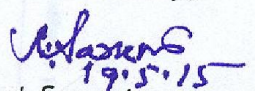
Sir,

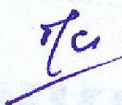
I am directed to send herewith a copy of the News item dated 18.05.15 published in "Protidin", a Bengali daily and to inform you that the West Bengal Human Rights Commission has passed an order directing you to enquire into the matter and submit report within four weeks.

You are, therefore, requested to submit the report accordingly.

Encl : As stated

Yours faithfully,

  
19.5.15  
Assistant Secretary.



১৫ নং পৃষ্ঠা

# পুলিশকে বন্দি করে পেটাতোলে ডাক্তাররা

## চিকিৎসা ঘিরে গোলমাল, এনআরএস হাসপাতালে অভিযুক্ত ইনটার্নরা

চিকিৎসা : রোগ প্রতিরোধের আঙ্গুল উঠান এনআরএস হাসপাতালের ছুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে।

এবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এক মহিলার চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে এনআরএস হাসপাতালের ছুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে গোলমাল বাড়ে। মানসিকত্যা ধানার পুলিশ আধিকারিকদের অভিযোগ, হাসপাতালের ভিতর একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে করেছেন ছুনিয়র ডাক্তার ও ইনটার্নদের মারধর করেন। একমন্ত্রী, এক মহিলা পুলিশকর্মীর মীলভাহিনি করা হয়। ভেঙে ফেলা হয় মানসিকত্যা ধানার এক পুলিশ আধিকারিকের ফোনও। তিনি (ইএসটি) ধবংসক্রান্তি পে জানান, আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা

যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সুশাস্ত্র বন্দোবস্তকার্যে বলেন, "অভিযোগ দায়ের হলে তাড়াত্ত যদি ছুনিয়র ডাক্তাররা গোপী সাবাস্ত হন, তাহলে স্ত্রী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

পুলিশ জানান, এদিন মানসিকত্যা রোগের এক মহিলা বাউর আছে এক মানসিক বিপর্যস্ত এক মহিলাকে বোমাবুরি করতে দেখা যায়। মহিলায় মাথায় স্ত্রী ছিল। মহিলা উযোগা নিয়ে মানসিকত্যা ধানায় কোন করে অবস্থা নিয়ে বলেন। মানসিকত্যা ধানার ডপির নির্দেশে সবার ইন্সপেক্টর শি কে মাথাতো পুলিশের একটি টিম নিয়ে ফোনহলে যান। টিয়ে ছিলেন এক মহিলা পুলিশ কন্স্টেবলও। তাঁরা মহিলাকে

উদ্ধার করে এনআরএস এ নিয়ে যান। দেখা যায়, মহিলায় মাথায় স্ত্রী সক্রমণ হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানান, ছোট একটি অপারেশন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও ওষুধ কেনার জন্য মানসিকত্যা ধানার পুলিশকে তালিকাও দেওয়া হয়। দায়িত্বভারে ওই সবার ইন্সপেক্টর এর পর স্ত্রী অপারেশন করেন চিকিৎসকরা। অপারেশনের পর পুলিশকে বলা হয় মহিলাকে নিয়ে যেতে। পুলিশ আধিকারিকরা ডাক্তারদের জানান, মহিলা অবস্থার। তাই তাঁকে হাসপাতালেই ত্তি করতে হবে। ডাক্তাররা নারাজ হন। ফিরতি নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ইনটার্ন ও ছুনিয়র

ডাক্তারদের বচনা হয়। পুলিশ অভিযোগ, আধিকারিকরা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা করার জন্য এজিয়ে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। একটি ঘরে চারজনকে আটকে রাখা হয়। তাঁরা বেরতে গেলে ডাক্তাররা বাধা হয়। পুলিশ অভিযান ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রুখে ধাঁড়াত্তই ওই অফিসারের মুখে এক ছুনিয়র ডাক্তার মূসি মারেন বলে অভিযোগ। পুলিশের টিয়ে থাকা ওই মহিলা পুলিশকর্মীর মীলভাহিনিও করা হয়। প্রমাণস্বরূপ পুরো ঘটনাটির ছবি তুলে রাখছিলেন সাগা পোম্বাকের এক পুলিশকর্মী। অভিযোগ, তাঁকে মারধর করে তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেটি ভেঙে ফেলা হয়। এর মতই গোলমালের খবর

পেয়ে ওই ঘরে যান হাসপাতালের আউটপাস্টের পুলিশকর্মীরা। তাঁরাই মানসিকত্যা ধানার ওই পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলে যান ডিপি (ইএসটি), মানসিকত্যা ও এন্টালি ধানার আধিকারিকরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীকালে সাতই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য ছুনিয়র ডাক্তার ও ইনটার্নদের সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত বছর এনআরএস হাসপাতাল মানসিকত্যা বিপর্যস্ত যুবক কোরপান শাহকে মারধর করে যুবকের অভিযোগ উঠেছিল ছুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় করেছেন ছুনিয়র ডাক্তারকে প্রেক্ষারত করা হয়।

### আলোচন

আপনার মনে তখনো যেমনটি মনে দেখাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানসিকত্যা মোড়ে এক অবস্থার মহিলা অসুস্থ অবস্থায় পাঠিয়েছিলেন। এতোকাল রাতভরমান কলিকতা

বলেন, রিপোর্ট পাই তাঁর মার তুলেই কথা

১৫ নং পৃষ্ঠা